‘শিল্প বাঁচাও—শ্রমিক বাঁচাও’ শ্লোগানে শুরু হল দুর্গাপুর থেকে বার্ণপুর ঐতিহাসিক পদযাত্রা

Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫

৩৮ বর্ষ ৫ সংখ্যা ২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫, সোমবার, ১৮ মাঘ, ১৪২১

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর, ২ ফেব্রুয়ারি : চৌদ্দ দফা দাবির ভিত্তিতে ‘শিল্প বাঁচাও-শ্রমিক বাঁচাও’ শ্লোগানে শুরু হল দুর্গাপুর থেকে বার্ণপুর ঐতিহাসিক পদযাত্রা। আজ সকাল সাড়ে ৯টায় ২০ হাজার মানুষের এই দৃপ্ত পদযাত্রার সূচনা করেন সি আই টি ইউ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক দীপক দাশগুপ্ত। পদযাত্রী দলের নেতা কালিশঙ্কর পাল ও মহাব্রত কুণ্ডুর হাতে রক্তপতাকা ও পুষ্পস্তবক তুলে দিয়ে পদযাত্রার সূচনা করলেন তিনি। পদযাত্রা দীর্ঘ ৫৫ কিমি পরিক্রমা করে ৪ ফেব্রুয়ারি মিলিত হবে বার্ণপুরের বারি ময়দানে। পদযাত্রী দলে রয়েছেন ১৫০ জন শ্রমিক ও শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃত্ব। সহযাত্রী হয়েছেন হাজার-হাজার শ্রমজীবী কৃষিজীবী মানুষ।

পদযাত্রার আনুষ্ঠানিক সূচনা করতে গিয়ে সি আই টি ইউ-র সাধারণ সম্পাদক দীপক দাশগুপ্ত বলেন, যাঁরা তারস্বরে বলছেন লাল ঝাণ্ডা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাচ্ছে তাঁরা ভুলে যাচ্ছেন, লাল ঝাণ্ডাই শেষ পর্যন্ত থাকবে। যতদিন সমাজে শোষণ, বঞ্চনা, নিপীড়ন, নির্যাতন থাকবে, প্রতিবাদ প্রতিরোধে লালঝাণ্ডা থাকবে। লাল ঝাণ্ডাই দেশকে দিশা দেখাবে। আজ দুর্গাপুরে মাটিতে তা আবার প্রমাণিত হল। ২০১১ -এর নির্বাচনের পর শত আক্রমণেও লালঝাণ্ডাকে দমিয়ে রাখা যায়নি। যত আক্রমণ বেড়েছে লালঝাণ্ডার শক্তিও ততই বেড়েছে। দুর্গাপুর-আসানসোল শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক আন্দোলনের এক সংগ্রামী ইতিহাস আছে। তাঁরা একসময় রাজ্যের ও দেশের শ্রমিক আন্দোলনকে দিশা দিয়েছে, আগামী দিনেও দেবে। শ্রী দাশগুপ্ত বলেন, কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কর্পোরেটরাজ শুরু হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদ-কর্পোরেট পুঁজির স্বার্থে কেন্দ্রীয় সরকার সাম্প্রদায়িক বিভেদের রাজনীতি করছে। তাদের সঙ্গে মমতা ব্যানার্জী সরকারের কোনো বিরোধ নেই। রাজ্যে আপাদমস্তক এক দুর্নীতিগ্রস্ত সরকার চলছে। উভয় সরকারই বড়লোক, জ্যোতদার-জমিদারদের পক্ষে কাজ করছে। রাজ্যে আমরা যখন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, সাম্প্রদায়িকতার

—এরপর চারের পাতায়

চৌদ্দ দফা দাবি

- সমস্ত বন্ধ কল-কারখানা খোলার উদ্যোগ সরকারকে নিতে হবে
- রুগ্ন রাষ্ট্রায়ত্ত বা ব্যক্তি মালিকানাধীন শিল্পসমূহের পুনরুজ্জীবন করতে হবে।
- কোল ইণ্ডিয়ার শেয়ার বিক্রি এবং তথাকথিত পুর্নগঠন প্রক্রিয়া বন্ধ করতে হবে। স্টিল অথারিটি অব ইণ্ডিয়া-র বিলগ্নীকরণ চলবে না।
- ব্যাঙ্ক ও বিমা শিল্পে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ করা চলবে না।
- মাসিক ন্যূনতম মজুরি ১৫ হাজার টাকা করতে হবে।
- ৪৫ দিনের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন এবং আই. এল. ও কনভেনশন অনুযায়ী সংগঠিত হবার অধিকার ও যৌথ দর কষাকষির অধিকার অবিলম্বে রূপায়ণ করতে হবে।
- স্থায়ী কাজে কর্মরত ঠিকাদার শ্রমিকদের স্থায়ী করতে হবে এবং ঠিকা শ্রমিকদের বেতন চুক্তি অবিলম্বে রূপায়ণ করতে হবে।
- তোলাবাজি, সিন্ডিকেটরাজ দৈহিক নির্যাতন বন্ধ করে কাজের সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে হবে এবং রাজনৈতিক কারণে কর্মচ্যুতদের কাজে ফিরিয়ে আনতে হবে।
- বেসরকারিকরণ, বিলগ্নীকরণের নীতি বাতিল করতে হবে।
- কৃষি ফসলের লাভজনক দাম নিশ্চিত করতে হবে।
- নারী নিরাপত্তা ও মর্যাদা রক্ষা করতে হবে।
- ১০০ দিনের কাজ ও সময়ে মজুরি প্রদান করতে হবে।
- সারদা সহ সমস্ত চিটফাণ্ডের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে আমানতকারীদের টাকা ফেরৎ দিতে হবে।
- ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধি এবং দুর্নীতি রোধে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। রেশন সহ খাদ্যনিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে হবে।

সি পি আই(এম)-এর বর্ধমান জেলা সম্মেলন ১৩-১৫ ফেব্রুয়ারি বার্ণপুরে

শেষ হল জোনাল পর্যায়ের সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৩০ জানুয়ারি : ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) বর্ধমান জেলা ২৩তম সম্মেলনকে সামনে রেখে সর্বস্তরের সম্মেলনগুলি সম্পন্ন হয়েছে। এবারে ২৩তম জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে ১৩-১৫ ফেব্রুয়ারি শহিদ দিলীপ সরকার নগর, বার্ণপুর বিনয় কোঙার মঞ্চ ‘সম্প্রীতি’ হলে।

বিগত দ্বাবিংশ সম্মেলনের সময় জেলায় জোনাল কমিটির সংখ্যা ছিল ২৬টি। এবারে বেড়ে তা ২৭টি হয়েছে। ২৭টি জোনাল কমিটির বাকি ৫ জোনাল কমিটির সম্মেলন ২৬ জানুয়ারি থেকে ২৯ জানুয়ারির মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। ২৬ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হয়েছে ভাতার, মেমারি-২ ও দুর্গাপুর ২ পশ্চিম জোনাল কমিটির সম্মেলন। ভাতার জোনাল কমিটির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ভাতার গ্রামে অমলেন্দু কোঙার নগর আব্দুর হক মঞ্চে। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন দলের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য আইনুল হক। সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন রাজ্য কমিটির সদস্য অচিন্ত্য মল্লিক। উপস্থিত ছিলেন আব্দার রেজ্জাক মণ্ডল, গণেশ চৌধুরী প্রমুখ। সম্মেলনে ১৪৪জন প্রতিনিধি যোগ দেন। সম্মেলন থেকে ১৭ জনের জোনাল কমিটি ও সুভাষ মণ্ডল সম্পাদক নির্বাচিত হন।

দুর্গাপুর-২ পশ্চিম জোনাল সম্মেলন দেবব্রত ব্যানার্জী নগর ঝর্ণা দাশগুপ্ত মঞ্চ সৃজনী প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন দলের রাজ্য কমিটির সদস্য আভাষ রায়চৌধুরী। অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদক অমল হালদার। উপস্থিত ছিলেন রথীন রায়, গৌরাঙ্গ চ্যাটার্জী প্রমুখ। সম্মেলনে ১৮৬ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলন থেকে ১৭ জনের জোনাল কমিটি ও মহাদেব পাল সম্পাদক নির্বাচিত হন।

মেমারি-২ জোনাল কমিটির সম্মেলন বিনয় কোঙার নগর হরিদাস মুখার্জী-অমিতাভ সিংহরায় মঞ্চ ধামাচিয়া বিদ্যাসাগর বিদামন্দিরে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অরিন্দম কোঙার। সম্মেলন থেকে জোনাল এলাকার ৩১টি শহিদ পরিবারকে সংবর্ধনা

—এরপর চারের পাতায়

কর্মসংস্থান সহ বিভিন্ন দাবিতে যুবদের মিছিল বর্ধমানে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৩১ জানুয়ারি : পরিবর্তনের বহুদিন পর যুব ফেডারেশনের প্রতিবাদী, দৃপ্ত মিছিল দেখলো বর্ধমান শহর। বর্ধমান স্টেশন থেকে যুব ফেডারেশনের জি টি রোড ধরে বর্ণাঢ্য বিশাল মিছিল বীরহাটার পার্বতী মাঠে শেষ হয়। প্রায় দু বছর ধরে প্রাথমিক, মাধ্যমিক স্কুলে শিক্ষক নিয়োগ হয়নি। যোগ্যতাসম্পন্ন ছেলে মেয়েরা এস. এস. সি তে নিয়োগ প্রক্রিয়া চালু করার দাবি জানান। বিভাজনের রাজনীতি বন্ধ করার দাবি ওঠে। তিন বছরে দুর্নীতির পাঁকে নিমজ্জিত সরকারকে ছুঁড়ে ফেলার দাবি জানানো হয়। কর্মসংস্থান ও গণতন্ত্র রক্ষায় বর্ধমান সদর মহকুমা যুব ফেডারেশনের ডাকে বিশাল এই মিছিল এবং দৃপ্ত শ্লোগানে দু’পাশের ব্যবসাদার, পথচলতি মানুষ যে খুশি তা তাঁদের চোখেমুখ বলে দিচ্ছিল।

মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক উদয় রায়, শ্রীকান্ত ঘোষ, অঞ্জন বিশ্বাস, সন্দীপ মান্না, ধ্রুবতারা মাজি, মঙ্গলা মান্ডি, শৌভিক সাম সহ আরও নেতৃবৃন্দ।

জমি অধিগ্রহণ অর্ডিন্যান্সের বিরুদ্ধে কৃষকসভার ডেপুটেশন ও বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৩০ জানুয়ারি : কর্পোরেট ও বৃহৎ ব্যবসায়ীদের স্বার্থে জমি অধিগ্রহণকারী অর্ডিন্যান্সের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে শামিল হলেন বর্ধমান জেলার কৃষক ও কৃষিজীবী মানুষ। আজ বর্ধমান স্টেশন প্রাঙ্গণ থেকে প্রতিবাদী কৃষিজীবী মানুষের এক দৃপ্ত মিছিল কার্জনগেটে এসে জনসভার রূপ নেয়। এই বিশাল প্রতিবাদসভায় বক্তব্য রাখেন সারা ভারত কৃষকসভার রাজ্য সহ-সম্পাদক অমল হালদার, জেলা কৃষকসভার সভাপতি অচিন্ত্য মল্লিক ও সম্পাদক আব্দার রেজ্জাক মণ্ডল। অমল হালদার বলেন, কেন্দ্রের সরকার সংসদকে এড়িয়ে যে জমি অধিগ্রহণের কালা অর্ডিন্যান্স জারি করেছে তা সম্পূর্ণ ভাবে কৃষক ও কৃষিজীবী মানুষের স্বার্থ বিরোধী। এখানে কৃষকের সম্মত ছাড়াই জমি জোর করে কেড়ে নেওয়ার কথা বলা আছে। এতে বৃহৎ ব্যবসায়ী কর্পোরেট পুঁজি উপকৃত হবে। এনিয়ে এ রাজ্যের শাসক দল, যারা জমির আওয়াজ তুলে সরকারে এসেছিল তাদের টু শব্দ নেই। আমরাই এর

প্রতিবাদ করছি। আমরা শিল্পের বিরোধী নই। আমরা চাই শিল্প হোক তবে কখনও কৃষক-কৃষিজীবী বর্গাদারের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে নয়।

সভা থেকে জেলা সম্পাদক আব্দার রেজ্জাক মণ্ডল-এর নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল জেলা শাসককে ডেপুটেশন দিতে যান। জেলা শাসকের অনুপস্থিতিতে ডেপুটেশন নেন অতিরিক্ত জেলা শাসক। প্রতিনিধিদলে ছিলেন গণেশ চৌধুরী, সৈয়দ হোসেন, ও সুরেন হেমব্রম। ডেপুটেশন শেষে আব্দার রেজ্জাক মণ্ডল বলেন, আমার শুধু এই কালা কানুন বাতিলের দাবিই নয়, কৃষকের ধানের দর আলুর দাম, ধসা ও বোরো চাষের জলের বিষয়েও আলোচনা করেছি। তিনি যথাযথ গুরুত্ব সহকারে বিষয়গুলি বিবেচনার আশ্বাস দিয়েছেন।

এদিন সভার শেষে জমি অধিগ্রহণ ও অর্ডিন্যান্সের অনুলিপি পোড়ানো হয়। সভায় জমায়েত ছিল উল্লেখযোগ্য।

নতুন চিঠি

২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫

বিপন্ন পশ্চিমবঙ্গ

রাজনীতি যদি মতাদর্শ-বিবর্জিত হয়ে কেবলমাত্র ক্ষমতার আস্ফালনে পরিণত হয়, তাহলে তার কী ভয়ঙ্কর রূপ হতে পারে, তৃণমূল শাসনাধীন পশ্চিমবঙ্গ তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। তৃণমূল একেশ্বরীর নেতৃত্বাধীনে তা জনজীবনকে যেমন দুষ্কৃতীদের মৃগয়াক্ষেত্রে পরিণত করেছে, তেমনি অন্যদিকে ক্ষমতাবাজদের কার কত ক্ষমতা তার দ্বন্দ্ব-সংঘাতেও দলীয় রাজনীতিকে অস্থির করে তুলেছে। তার অভিঘাতেও প্রতিনিয়ত জর্জরিত হচ্ছে সমাজ জীবন।

পশ্চিমবঙ্গ এখন তৃণমূল নামধারী সমাজ বিরোধীদের স্বর্গরাজ্য। হামলা -খুন-নারী ধর্ষণ যে কখন কোথায় কী বীভৎসা নিয়ে দেখা দেবে কেউ জানে না। জনজীবন থরহরি কম্পমান। জনগণের অর্থ লুট করে স্ফীত হয়ে উঠছে একেশ্বরীর নেতৃত্বাধীন তৃণমূলদল। ফলে অর্থ নিয়ে কাড়াকাড়ি ও ক্ষমতার দ্বন্দ্বে উত্তাল এই শাসকদল। মহানেত্রীর কে কতটা কৃপাভাজন তা নিয়ে দলের অভ্যন্তরে চলছে উন্মত্ত প্রতিযোগিতা। একের প্রতি মহানেত্রীর অধিক কৃপা ক্ষুব্ধ করে তুলছে অন্যকে। মহানেত্রীর পরিবারতন্ত্র বিশেষ ক্ষোভের সৃষ্টি করছে দলের অন্দরেও। দলের দু-নম্বর নেতাও সেই ক্ষোভ লুকোতে পারছেন না। সারদা লুটের ভাগ কে কতটা পেয়েছে তা নিয়ে যেমন সি বি আই জালে জেলবাসে যাচ্ছেন একের পর এক নেতা, তেমনি বাড়ছে দলের অন্দরে পারস্পরিক দোষারোপের পালাও। মহানেত্রীর প্রতি সার্বিক আনুগত্যেও ফাটল ধরতে শুরু করেছে। মহানেত্রীকেও তাই আদেশের বদলে আপসের পথে হাঁটতে হচ্ছে। জেরবার তাই তৃণমূল দলও।

সমস্ত পশ্চিমবঙ্গ আজ এক চূড়ান্ত নৈরাজ্যের শিকার। এই সুযোগে মাথা তুলছে আর এক সর্বনাশা শক্তি বিজেপি। সংবিধানের সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দ দুটিকে অনুল্লেখিত রেখে তারা হিন্দুত্বের ধ্বজা তুলে সমাজকে সাম্প্রদায়িক বিভাজন ও সংঘর্ষের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে। তৃণমূলি নৈরাজ্য এই ভয়ঙ্কর শক্তিকেও এগিয়ে যাবার পথ করে দিচ্ছে।

এই ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে পশ্চিমবঙ্গকে মুক্ত করতে পারে একমাত্র বামশক্তিই। নিজেকে ত্রুটিমুক্ত করে এই বামশক্তিকেই আজ নতুন করে মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে। আশার কথা এগিয়ে চলেছে সেই প্রক্রিয়াও।

অনিল সাঁতরার স্মরণসভা

৩১ জানুয়ারি রায়নার পাষন্ডা গ্রামে অঞ্চল অফিস ময়দানে শহিদ অনিল সাঁতরার স্মরণসভায় বক্তব্য রাখছেন সি পি আই(এম) জেলা সম্পাদক অমল হালদার

এক ডজন প্রশ্ন

১. স্বাধীনতা সংগ্রামী ও কমিউনিস্ট নেতা বিজয় পাল কবে কোথায় প্রয়াত হন?
২. স্টুডেন্টস হেলথ হোমের প্রতিষ্ঠাতা কে? কবে তাঁর জন্ম এবং কবে মৃত্যু?
৩. 'We shall overcome' খ্যাত শিল্পী পিট সিগার কত বছর বয়সে কবে প্রয়াত হন?
৪. কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের হাতে তাঁর নোবেল পুরস্কারটি কে কবে কোথায় তুলেদেন?
৫. বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র বসু কবে জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন? কাকে নির্বাচনে পরাজিত করেন?
৬. অ্যাডলফ হিটলার কবে জার্মানির চ্যান্সেলার হন?
৭. এল স্যালভাডর দেশটি কোন মহাদেশে? কবে স্বাধীন হয়? এই দেশের জাতীয় প্রতীক কী?
৮. পৃথিবীর স্বাধীন ক্ষুদ্রতম দেশ কোনটি? কোন মহাদেশে অবস্থিত? দেশটির আগে কী নাম ছিল? কবে স্বাধীন হয়?
৯. বিশ্ব ধর্ম দিবস কবে পালিত হয়?
১০. প্রেস ক্লাব অব ইন্ডিয়া কবে গঠিত হয়?
১১. কমিউনিস্ট নেতা ও সাংসদ মহবুব জাহেদী কবে কোথায় জন্মান? কবে কোথায় প্রয়াত হন?
১২. মোনাকো দেশটি কোন মহাদেশে? কবে স্বাধীন হয়? কটি শহর নিয়ে এই দেশ?

(উত্তর শেষের পাতায়)

ধর্ম যখন মুখোস পরে, মারণ বিষের মন্ত্র পড়ে

সুনামী গুপ্ত

কেন্দ্রের মোদী সরকার সাধারণতন্ত্র দিবসের বিজ্ঞাপনে সংবিধানের 'ধর্মনিরপেক্ষ' এবং 'সমাজতান্ত্রিক' শব্দ দুটিকে বাদ দিয়েছে। অজুহাত এইরকম—সংবিধান প্রণয়ন এবং গ্রহণের সময় তো শব্দ-দুটি ছিল না। ৪২তম সংশোধনের পরেই শব্দদুটি সংযোজিত হয়েছিল। এসব বিষয় নিয়ে বিতর্ক উঠছে। শিবসেনার পক্ষ থেকে দাবি করা হচ্ছে যে, অবিলম্বে ভারতকে 'হিন্দুরাষ্ট্র' হিসেবে ঘোষণা করা হোক। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রবিশংকর প্রসাদ মহোদয়ও শব্দ-দুটিকে অপ্রয়োজনীয় বলে মন্তব্য করেছেন। শাসকদলগুলি কেন্দ্রে ও রাজ্যগুলিতে 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' এই মতলব নিয়ে দেশের আম জনতাকে বিভাজিত করতে উদ্যত। সঙ্ঘ-পরিবার এবং তাদের অনুগৃহীত উৎকট হিন্দুত্ববাদী প্রতিষ্ঠানগুলি কিন্তু থেমে নেই। অশোক সিঙ্ঘল, প্রবীণ তোগাড়িয়া, গিরিরাজ কিশোর এবং ধর্মান্ধ শিষ্য-শিষ্যা পরিবৃত সাধু-সাধ্বীরা এ দেশে বসবাসকারী সমস্ত মানুষকে হিন্দু বানাবার জন্যে অভিযান চালাচ্ছে। তাই বিভিন্ন জায়গায় খ্রিস্টান গির্জার ওপর ব্যাপক আক্রমণ চালিয়ে এরা ধর্মনিরপেক্ষতার সহিষ্ণুতাকে বিপর্যস্ত করছে। ধর্মান্তর একটি ভয়ঙ্কর প্রক্রিয়া। জবরদস্তি করে, প্রলোভন দেখিয়ে এরা গরিব-গুর্বো মানুষের নিজস্ব ধর্মবিশ্বাসকে আঘাত হেনে এই প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছে। গান্ধি হত্যাকারী নাথুরাম গডসের মূর্তি ও মন্দির তৈরি করে পুজোপাটের আয়োজন সম্পূর্ণ। জানুয়ারির ৩০ তারিখে আকাশবাণির ঘোষকরা গান্ধি-নিধনের আততায়ীর নামটিও উচ্চারণ করেননি। নাথুরাম গডসে কি নিছক একজন আততায়ী ছিলেন? হিন্দু-মহাসভা ও সঙ্ঘ-পরিবারের একজন বিশ্বস্ত সেবক নাথুরাম গড্‌সেকে সেদিন যারা এই জঘন্য নিষ্ঠুর হত্যার আততায়ী হিসেবে নিযুক্ত করেছিল, তারা এখনও সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে এই ধরনের বর্বরতাকে লালন করে চলেছে। আবার রাম-মন্দির নির্মাণ, রাম-জন্মভূমি পুনরুদ্ধারের নামে মেলা, উৎসবের ব্যবস্থাকেও উৎসাহিত করা হচ্ছে।

সম্প্রতি এই রাজ্যের মধ্যেই আদিবাসী জনগোষ্ঠীর শতাধিক মানুষকে খ্রিষ্টান ধর্ম থেকে সরিয়ে এনে যজ্ঞ পুজোর বিপুল আয়োজনে হিন্দু ধর্মের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আশ্চর্যের কথা এই যে রাজ্যের পুলিশ-বাহিনীর প্রত্যক্ষ প্রহরা এবং তদারকিতে এই কাজ করা হয়েছে। এর জন্য রাজ্য-সরকারের কোনও হেলদোল নেই। কারণ, নির্লজ্জতাই এই সরকারের ভূষণ। সঙ্ঘ পরিচালক এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পাণ্ডারা ধর্মান্তরের পক্ষে সওয়াল করেই ক্ষান্ত নয়, তাদের চেলা-চামুন্ডারা যাতে এই কাজে ব্যাপক আত্মনিয়োগ করে, তার জন্যে বস্তা বস্তা টাকার জোগান দেওয়া হচ্ছে। সাধারণের ধর্মবিশ্বাস এবং নিজস্ব ধর্মাচরণ আজ আর নিরাপদ নয়।

এই ধর্মান্ধ সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলি আজ ভারতীয় ঐতিহ্য এবং উত্তরাধিকারকে ধ্বংস করতে চায়। 'নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান / বিবিধের মাঝে দেখো মিলন-মহান।'—অতুলপ্রসাদ সেনের এই কবিতার বার্তা আজ নিরর্থক বলে এই কুৎসিত তামসিক অপশক্তির ধারক-বাহকরা মনে করছে। এদের কাছে 'হিন্দু-হিন্দি-হিন্দুস্তান' এটাই এখন বীজমন্ত্র। এবারে সাধারণতন্ত্র দিবসে পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণ, পদ্মবিভূষণের তালিকা যদি বিচার করা হয়, তাহলে দেখা যাবে যে বিদেশি কর্পোরেট হাউসের নির্দেশেই এই তালিকা তৈরি করা হয়েছে। বিল গেটস দম্পতি থেকে লালকৃষ্ণ আদবানি এবং অপরাপর অনেকেই সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন ও সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থানের অনুঘটক।

দেশের বিজ্ঞান-সাধনা আজ অপবিজ্ঞান ও কুসংস্কারের ধূম্রজালে আচ্ছন্ন। রাজশেখর বসুর 'বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি আর 'অপবিজ্ঞান' এই প্রবন্ধদুটির নির্যাস আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে যে মতলববাজরা সুকৌশলে মানবসভ্যতার সমস্ত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এবং বিজ্ঞানচেতনাকে অস্বীকার করতে চায়।

যে আধুনিক, বিজ্ঞানচেতনাঋদ্ধ দৃষ্টি নিয়ে আমাদের ইতিহাসচর্চা সত্য-অন্বেষণের পথে অগ্রসর হয়েছিল, তাকে ধ্বংস করে এমনভাবে সঙ্ঘ-পরিবারের মাতব্বরেরা তথাকথিত হিন্দুত্বের মহিমাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে, তার পরিণামে একটি অন্ধকার যুগের ছায়া প্রসারিত হচ্ছে, যাতে সুস্থ ইতিহাস চেতনার অস্তিত্ব সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়। শিক্ষা-সংস্কৃতির সমস্ত স্তরে, সুস্থ বৌদ্ধিক চিন্তা ও সৃজনের সব পথ আজ অবরুদ্ধ। নয়া-নাৎসি ও ফ্যাসিস্টরা এখন ধর্মকে সুকৌশলে ব্যবহার করে মানুষের মন ও বিশ্বাসের জায়গাকে সার্বিকভাবে বিপরীত মেরুকরণের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এখন তাই বলতে ইচ্ছা করে—

ধর্ম যখন মুখোস পরে
মারণ বিষের মন্ত্র পড়ে,
তখন তোমার ঘরের কাছে
যে সব মানুষ ঘুমিয়ে আছে,
জাগাও তাদের প্রবল কলরবে
—জাগুক সত্য ধর্মধ্বজীর
নিশ্চিত পরাভবে।

মানুষকে বাদ দিয়ে শুধু মাটি না মাটি টাকা ...

মুঝে উল্লু বানা বং ..

কাল হার্মাদ

কাঁকসার বিরুডহা গ্রামে রাজ্যের 'মাটি মেলা'-র রেশ কাটতে না কাটতেই মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা 'মাটি তীর্থ' নামে এক নতুন উৎসবের। বরাদ্দ ৪ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা। ইতিমধ্যে বর্ধমান জেলা শাসক ও পাশের জেলা কর্তাদের কাছে যে নির্দেশ এসেছে তাতে সরকারি নায়েব গোমস্তারা মাটিমেলার সাথে মাটিতীর্থের কোনো ফারাক খোলা চোখে দেখতে পাচ্ছেন না। মমতার সাধের মাটিমেলার টেন্ডার বিতরণ নিয়ে কাঁকসা পঞ্চায়েত সদস্য (তৃণমূলি)-র দুর্নীতির অভিযোগ জেলা কর্তারা কেউ গায়ে মাখেননি। সে অন্য কথা। মাটিমেলায় মোট ৮০টি স্টল কাম বিপণন কেন্দ্রের মধ্যে ৫০টি রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের। সেখানে বড় ছোট কর্মীদের জন্য থাকা ও খাওয়ার সমস্ত খরচ রাজ্য সরকারের। মেলার ঘোষিত উদ্দেশ্য উন্নত প্রথায় কৃষিকাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, 'আত্মরক্ষার উপায়' ও কৃৎকৌশল জানানো ইত্যাদি ইত্যাদি ... কিন্তু যাঁদের জন্য আয়োজন তাঁদের ভিড় নেই। স্টলের আধিকারিক থেকে গ্রামের ক্ষেতমজুর বলছেন—'এইভাবে টাকা খরচ না করে বেকার ছেলেদের চাকরির ব্যবস্থা করলে ভাল হয়। নতুন শিল্প তো নেইই, যেগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে সেইগুলো রক্ষারও কোনো চেষ্টা নেই। প্রায় ৫ কোটি টাকা ব্যয়ে বর্ধমানে 'মাটি-তীর্থ'র পথ পরিক্রমা শুরু করতে মুখ্যমন্ত্রী ১১ ফেব্রুয়ারি ফের বর্ধমানে আসছেন। পাশের জেলাগুলি থেকে লোক আনার কোটা দেওয়া হয়ে গেছে। পুরনো মদকে নতুন বোতলে চালানোর চেষ্টা আর কি। উপরি পাওনা খাওয়া-দাওয়া ও পছন্দের লোকের টেন্ডার পাওয়া।

পরিকল্পনা-বর্হিভূত বিভিন্ন খাতে কোটি কোটি টাকা খরচ করা, ক্লাব সংগঠনগুলিকে দুহাতে খয়রাতি দেওয়া যাতে বিভিন্ন উৎসবে ডি জে বাজানো যায়, রাতভর ছেলে-মেয়েরা নাচানাচি করতে পারে। কৃষিদরদের নমুনা রাখতে 'মাটি মেলা', 'মাটি তীর্থ'। মেলায় মেলায় ঘুরে ছেলে-মেয়েরা আনন্দ করুক না। উল্টো দিকে মাটি যারা কর্ষণ করে—কোদাল চালায়, কাদায় হাঁটু গেড়ে ধান রোয়ায়—তারা চিরকালই বঞ্চিত। ফিরে যাচ্ছে কোটি কোটি টাকার কেন্দ্রীয় বরাদ্দ।

রাজ্যে ছোট ছোট বীজ-উৎপাদকদের উৎসাহ দেবার জন্য ১০০ কোটি টাকার কোনো কাজ হয়নি এবং হিসাব না দেওয়ার জন্য পরের বছরের বরাদ্দও বন্ধ। পূর্ব ভারতে 'সবুজ বিপ্লব' সফল করার জন্য জিঙ্ক সালফেট বিতরণ করার কথা কৃষকদের মধ্যে, বরাদ্দ ২৫৪ কোটি টাকার অর্ধেকও খরচ হয়নি। রাজ্য সরকার ঢাকঢোল পিটিয়ে কৃষি পরিকল্পনা গঠন করলেও তার কোনো সভাই হচ্ছে না। সুসমন্বিত জল বিভাজিকা প্রকল্পে কেন্দ্র রাজ্যকে ২৫০ কোটি টাকা দিয়েছে। গত ৩ বছরে মাত্র ৮০ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। বাকির কোনো হিসাবে নেই।

—এইরকম ১২টি কেন্দ্রীয় প্রকল্পের কাজ প্রায় হয়নি। অথচ গত বছর ১৪ ফেব্রুয়ারি কাঁকসার মাটিতে 'মাটি মেলার' নামে সরকারি মোচ্ছবে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন— আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদনে ছোট ও প্রান্তিক চাষিরা কৃষি বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ পাবেন। শস্যে উপছে পড়বে মাঠ। কিন্তু ওয়েব সাইটে মুখ্যমন্ত্রীর ছবি ছাড়া কিছুই পাওয়ার নেই। পরপর তিন বছরই কৃষকরা ধান বিক্রি করতে পারছেন না। নিত্য প্রয়োজনীয় ডাল, তেল, ওষুধ ইত্যাদির দাম রোজ রোজ বাড়লেও ধানের দাম প্রতিদিন কমছে। বিভিন্ন কো-অপারেটিভ ও রাজ্য প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে 'ধান্যক্রয় কেন্দ্রের' কোনো সাইনবোর্ড দেখা যাচ্ছে না। সরকারি ক্রয় কেন্দ্রের জন্য কোনো ওয়েবসাইটও নেই। বিভিন্ন জায়গায় কৃষকরা ধানের বস্তায় আগুন ধরিয়ে পথ অবরোধ করছেন। বর্ধমান জেলাতে একের পর এক ধানকল বন্ধ হয়ে গেলেও রাজ্য কৃষি বিপণন দপ্তর মেলা খেলা নিয়েই ব্যস্ত।

'মাটি মেলা' ও 'মাটি তীর্থ' এই দুটি মহাযজ্ঞের পার্থক্য বোঝাতে হয়তো রাজ্য সরকার আবার কয়েক কোটি টাকা খরচ করে 'কৃষিবোধ মেলা'র আয়োজন করবে। যেমন কন্যাশ্রীর মাহাত্ম্য বোঝাতে কয়েক কোটি টাকা খরচ করে ৪০ লক্ষ বালা তৈরি হয়েছে। সেইগুলো বিতরণের জন্য গাড়ি খরচা হবে আরও কয়েক লক্ষ। ... সুতরাং মেলা খেলা ও শাহরুখদের নষ্টামি চলছে চলবে ...

বাচিক শিল্পীর বাড়িতে হামলার প্রতিবাদে লেখক-শিল্পীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১ ফেব্রুয়ারি : ভারতীয় গণনাট্য সংঘ ও গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ বর্ধমান শাখার উদ্যোগে প্রখ্যাত বাচিক শিল্পী পার্থ ঘোষ ও গৌরী ঘোষের বাড়িতে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের আক্রমণের প্রতিবাদে একটি পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। সঙ্গীত পরিবেশন করেন সৃজন সেনগুপ্ত। বক্তব্য রাখেন দেবেশ ঠাকুর, বিকাশ বিশ্বাস, রামেন্দ্রসুন্দর মণ্ডল, মৃদুল সেন প্রমুখ। আবৃত্তি কবিতা পাঠ করেন ড. সুকৃতি ঘোষাল, তাপস ভূষণ সেনগুপ্ত, জয়ন্ত ঘোষ, অরবিন্দ ঘোষ, অজয় রঞ্জন বিশ্বাস, অশোক পাঠক, তারা সরকার, কাকলি ঘোষ প্রমুখ।

সভায় সভাপতিত্ব করেন সলিল ভট্টচার্য।

বিজ্ঞান ও জনস্বাস্থ্য

বর্তমান সময়ে স্কুলে ইকো-ক্লাব ও পরিবেশ সচেতনতা

তাপস সামন্ত

আসলে এমন একটা সময়ের ভিতর দিয়ে আমরা পশ্চিমবঙ্গে দিন কাটাচ্ছি, যেখানে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, অফিস, আদালত সর্বত্র আলোচনা বা চর্চা এখন একমুখী। এমনকি ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, পরিবেশ সবই এখন ঐ একই বিষয় কেন্দ্রিক অর্থ-অনর্থের ঘোটালাতে আবদ্ধ। কাজেই বর্তমান সময় ও পরিস্থিতিতে এই আলোচনা কতটা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হবে, তা নিয়ে সন্দেহ আছে। তাছাড়া শুধু পরিবেশ-শিক্ষা বা আন্দোলনই কেন, গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাটাই এই সময়ে প্রায় ভেঙে পড়েছে। শিক্ষাক্ষেত্র এখন হয় তাণ্ডবের মুক্তাঙ্গন, নয়তো অবাস্তব, অপ্রাসঙ্গিক এবং অবৈজ্ঞানিক চর্চা বা কর্মকাণ্ডের রঙ্গমঞ্চ। এক্ষেত্রে কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের প্রতিযোগিতাও প্রায় সমানভাবে লেক্ষণীয়।

অথচ আমাদের এই জেলায় ২০০৫ সাল পর্যন্ত, পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতে, সামাজিক স্বার্থে প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার করতে, সর্বোপরি সমকালীন পরিবেশ সমস্যার বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানকে কার্যকর রূপ দিতে প্রায় ২০২টি স্কুলে জাতীয় সবুজ বাহিনীর কর্মসূচি চালু ছিল। যা পরবর্তীকালে ২০০৯ সাল নাগাদ ৪১৩ টি স্কুলে চালু হয়েছিল। মূলত ভারত সরকারের বন ও পরিবেশ দপ্তরের উদ্যোগে এবং তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহায়তায় এই কর্মসূচি স্কুলে চালু ছিল। ধারণা ছিল যে, স্কুলে ছাত্র বা ছাত্রীকে পরিবেশ ও পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে আকর্ষণীয় প্রকল্পমুখী শিক্ষা দিলে, তা একদিকে যেমন সরাসরি ছাত্র বা ছাত্রীদিগকে সচেতন করবে, অপরদিকে এই জ্ঞান বা অভ্যাস তার বাড়ির

পরিবেশে অবশ্যম্ভাবী প্রভাব ফেলবে। এই কর্মসূচিটির প্রায়োগিক বিধি-ব্যবস্থাও ছিল অত্যন্ত সুনিপুণ : স্কুলে ইকো-ক্লাবের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক নির্ধারণ ও ৩০-৩৫ জন ছাত্র-ছাত্রীকে নিয়ে ইকো-ক্লাব গঠন করা। সারা বছর ধরে কতকগুলি নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর সেমিনার, বিতর্ক ও আলোচনাসভার আয়োজন করা, ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা পরিবেশ সংক্রান্ত স্থানীয় কিছু সমস্যার উপর সমীক্ষা করা। ব্যক্তিগত এবং বিদ্যালয়ের পরিচ্ছন্নতার জন্য সর্বাধিক উদ্যোগ গ্রহণ করা। হাতে কলমে স্কুলে ভেষজ উদ্যোম তৈরি, সবুজায়ন, বর্জ্য পৃথকীকরণ ও বর্জ্য পুনর্ব্যবহারের মতো কাজ করা এবং সমস্ত কাজের একটা প্রকল্প বিবরণ তৈরি করা। এই কাজ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার সেই সময় বছরে স্কুলপ্রতি ২৫০০ টাকা অনুদান দিত। স্কুলগুলিও নিজ উদ্যোগে কিছু ব্যয় করত। গড় আনুমানিক ব্যয় পাঁচ হাজার টাকা হলে প্রায় কুড়ি লক্ষাধিক টাকার প্রকল্প প্রতি বছর জেলার স্কুলগুলিতে রূপায়িত হতো। এর সাথে যুক্ত হত শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের স্বেচ্ছাশ্রম। ২০১১ সালে কোন এক অজ্ঞাত কারণে আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এতবড় একটি পরিবেশ প্রকল্পকে এককথায় বন্ধ করে দিলেন। আর ২০১৪ সালে, আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই কাজ রূপালি পর্দার নায়ক-নায়িকাদের হাতে ঝাড়ু তুলেই সমাধান করে দিয়েছেন।

জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ সচেতনতার সামাজিক প্রয়োজনীয়তাকে আমাদের সংগঠন, পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ কখনওই অবহেলা করতে পারে না। তাই বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে আমরা জেলায় চালু ইকো-ক্লাব স্কুলগুলির প্রধান শিক্ষক বা ইকো-ক্লাবের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক মহাশয়দের সকলকে পুনরায় এই কাজে অংশগ্রহণ করতে অনুরোধ করছি। জানি, এই কাজ করতে গিয়ে আপনাদের কাছে বিজ্ঞাপন দেওয়া বাবদ কিংবা পুরস্কার বাবদ কোনো অর্থ বরাদ্দ হবে না। তবু এই কাজ আমাদের স্কুলে সবুজের সমারোহ ঘটাবে। পরিবেশ নির্মল করবে। আমাদের স্কুলে ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে সু-সম্পর্ক গড়ে তুলবে, ছাত্র-ছাত্রীদের প্রকল্পমুখী কাজ করার দক্ষতা বাড়াতে সক্ষম হবে। স্কুলে এই কর্মসূচি চালু করতে আমাদের বিজ্ঞানকর্মীরা সর্বতোভাবে আপনাদের সাহায্য বা সহযোগিতা করবে। সরকারি বা সরকার-পোষিত স্কুলে এই কাজ যাতে পুনরায় চালু করা যায় তার জন্য এখনি আমাদের উদ্যোগী হওয়া দরকার। যদি কোনো স্কুল আমাদের সাহায্য ছাড়াই করতে চায়, তাহলে তাদের প্রয়োজন বা চাহিদা মতো আমাদের পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ সহায়তা দেওয়া উচিত। বেসরকারি স্কুলেও এই কাজ আমরা করতে পারি। স্কুলে এই কাজে নোংরা রাজনীতির নামে যদি প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা হয়, তাহলে স্থানীয় বিজ্ঞান চক্র বা বিজ্ঞান সভার অন্তর্গত একাধিক আগ্রহী গৃহ শিক্ষক ও তাঁদের ছাত্র-ছাত্রীদের সম্মিলিত করেও ইকো-ক্লাব গঠন করা যেতে পারে। এই কর্মসূচির অংশগ্রহণকারী শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী ও অনুপ্রেরক সকলেরই মনে রাখা উচিত অভ্যাস পরিবর্তনের এই শিক্ষা অত্যন্ত কঠিন এবং প্রয়োজন, ধারাবাহিক উদ্যোগের। মনে রাখতে হবে, রূপালি পর্দার নায়ক-নায়িকাদের বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে কখনওই এই অন্তর্দৃষ্টি পরিবর্তন সম্ভব নয়।

বর্তমান সময়ে আমাদের সহযোগিতা ছাড়া ইকো-ক্লাবগুলি এবং তাদের কর্মসূচি চালু থাকা অসম্ভব। তাই আমাদের সর্বস্তরে সময়োপযোগী কর্মসূচি গ্রহণ করে ইকো-ক্লাবগুলিকে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে হবে। শিল্পোন্নয়ন, অপরিকল্পিত নগরায়ণ এবং মানুষের ভোগবাদী মানসিকতা প্রতিনিয়তই পরিবেশের গুণগত মানের অবনমন ঘটাচ্ছে। তাই সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা গড়ে তোলা একান্ত দরকার। প্রয়োজন স্বশাসিত সংস্থাগুলির সাথে যোগাযোগ গড়ে তুলতে হবে। আমাদের সময়োপযোগী পরামর্শ ও সহযোগিতা পেলে ইকো-ক্লাবগুলি পুনরায় অতীতের মতো যোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারবে।

বসন্ত

মৃণালকান্তি ঘোষ

‘কোথা বসন্ত? হা বসন্ত! আমি বসন্তে মরি’—রবিকবির পুরাতন ভৃত্যে কর্তা মশাই বসন্তকালে তীর্থে গিয়ে বসন্তবিলাপ করছেন। বসন্তকালে ছড়িয়ে পড়ে বলে গোটা গোটি রোগটাই বসন্ত নামে পরিচিত। এখন গ্লোবাল ওয়ামিং এর যুগ, সাবেকী ঋতুটিতু গুলো কেমন যেন ঘেঁটেঘুটে গেছে। বসন্তও এখন নাথিং অফিসিয়াল এ্যাবাউট ইট। শীতের মাঘে দিব্যি জাঁকিয়ে বসেছে. পৌষ মাঘের শীতে সোঁদর বনের বাঘ নাকি কাবু হয়ে যেত আর এখন—টিভি চ্যানেলে টেম্পারেচার চার্ট দেখে জনগণ লেপ কম্বল বের করে।

প্রবল শীত কিংবা গরমে মানুষের রোগপ্রতিরোধী ক্ষমতার মাত্রাটা ভালো পর্যায়ে থাকে ফলে সংক্রামক রোগব্যাধির রোগব্যাধির আক্রমণও খানিকটা নিয়ন্ত্রনে থাকে। বিপদ হয় তাপমাত্রার ওঠানামায়, তখন রোগপ্রতিরোধী ক্ষমতার মাত্রাটাও নামতে থাকে। ছোঁয়াছে রোগব্যাধির তখন পৌষমাস। সাবেকী বসন্তে তাপমানের এই ওঠানামা বেশি আমরাও বুঝতাম, ভাইরাসরাও বুঝতো। এখন মাঘেই বসন্ত, ‘বসন্ত’ বিলাপের শুরুও তাই ফেব্রুয়ারিতেই।

দুটো প্রকারভেদ—গুটিবসন্ত, জলবসন্ত। সেই অষ্টাদশ শতকের জোনোয়ার সাহেব গোয়ালীনির হাতে গুটিবসন্তের দাগ দেখে মহামারীতেও গোয়ালীনির টিকে থাকার রহস্যভেদ করেছিলেন। আবিষ্কার করেছিলেন গুটিবসন্তের টিকা। পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে প্রাণঘাতী গুটিবসন্ত যা স্মল পক্স বসন্ত নামেই পরিচিত ছিল। এখন যেটা হয় তা বংলা লবজে জলবসন্ত, ইংরেজদের ভাষায় তা চিকেনপক্স। রোগ আদতে ভাইরাস ঘটিত, ভাইরাসটির পোষাকী নাম ভ্যারিসেলা জোস্টার।

সাধারণভাবে বাচ্চা ও বুড়ো অর্থাৎ যাদের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকে তারাই এর সহজ শিকার। এ বাবদেও একটা প্রাচীন অরণ্য প্রবাদ আছে, ‘হাম আর প্রেম কম বয়েসেই ভালো’। যত বেশি বয়েসে এর আক্রমণ ঘটে তত বেশি ভোগান্তি ও রোগজনিত জটিলতা।

জ্বর কিংবা জ্বর ভাব, গায়ে হাতে ব্যাথা টনটনানি সঙ্গে শরীরে গুটির আর্বিভাব—এই সমস্ত লক্ষণ নিয়ে তিনি আসেন। পেটের অসুখ কারো কারোর হতে পারে। গুটি গুলোর মধ্যে জলীয় ভাব আসে বলেই এর নাম হয়তো বা জলবসন্ত। তবে ইংরেজিতে চিকেন পক্স নামটি এসেছে ‘চিকপিজ’ নামে এক ধরনের মটরজাতীয় শস্যের সাথে এর গুটিগুলোর সাদৃশ্যের কারণে। গুটি বেরিয়ে যাওয়ার পর শরীরের ব্যাথা যন্ত্রণার প্রোকোপ কমতে থাকে। প্রথমে ডাক্তারি পরিভাষায় ভেসিকুলার স্টেজ এর পর পাস্টুলার এবং সবশেষে স্কাবিং বা খুসকি।

সাধারণভাবে অসুখটি একেবারেই প্রাণঘাতী নয়, তবে ভোগান্তি তো থাকেই। বিশেষ করে বেশি কষ্ট র‍্যাশ বেরুনোর আগেই। এই সময় রোগটির সংক্রমণ ক্ষমতাও বেশ বেশি। স্কাবিং স্টেজ হল সেরে আসার প্রথমধাপ। তবে রোগটি জটিল হয়ে যায় দুভাবে—১) নিউমোনিয়া, ২) নিউরোলজিক্যাল জটিলতা। নিউরোলজিক্যাল অসুখ প্রাণঘাতী গুলেন বেরী অসুখ পর্যন্ত এর অসুখের জটিলতার কারণে হতে পারে। তাছাড়া প্রবল যন্ত্রণাদায়ক স্কিনের অসুখ ‘হারপিস’ ও এই জলবসন্তের ভাইরাসের কারণে হয়ে থাকতে পারে। আর একটি সমস্যা হল গর্ভাবস্থা। গর্ভাবস্থা বিশেষ করে প্রথম দুমাসে এই অসুখ গর্ভবতী মায়ের হলে গর্ভস্থ শিশুর অঙ্গ বিকৃতির সম্ভবনা থাকে।

রোগটি বায়ু বাহিত। সাধারণত হাঁচিকাশির মাধ্যমে সুস্থলোকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। রোগ সংক্রমণ ঠেকাতে রোগাক্রান্তকে আইসোলেশন করা প্রয়োজন। সাধারণভাবে একটা ধারণা আছে যে স্কারিং স্টেজে গুটির খোসা থেকে রোগ ছড়ায়। এ ধারণাটা ভুল। এই রোগের সংক্রমণ ক্ষমতা সবথেকে বেশি থাকে রোগ শুরুর প্রথম দু-দিন, বিশেষ করে গুটি বের হওয়ার আগে। সেই কারণে বোঝার আগেই বসন্তরোগাক্রান্তরা রোগ ছড়িয়ে থাকে।

এই রোগটি সাধরণে মায়ের দয়া নামে পরিচিত। শীতলামায়ের কুপিত হওয়াটাই এর কারণ হিসাবে লোকে বিশ্বাস করে থাকে। চিকিৎসকের দারস্থ না হয়ে ঠাকুরতলায় হত্যে দেওয়াটাই রোগমুক্তির উপায় হিসাবে বিবেচনা করে থাকে। এমনিতে রোগটি ডাক্তারি পরিভাষায় ‘সেল্‌ফ লিমিটিং’। বিরাট চিকিৎসার দরকার হয় না। তবে অবশ্যই চিকিৎসকের কাছে অবশ্যই যেতে হবে, অসুখটির জন্য নয় অসুখজনিত জটিলতার হাত থেকে বাঁচার জন্য। অন্য একটি সংস্কার হল নিরামিষ খাওয়া— একেবারেই উচিৎ নয়। যেহেতু অসুখটি ভাইরাসজনিত অবশ্যই নিয়ন্ত্রিত ‘হাইপ্রোটিন ডায়েট’ নেওয়া উচিৎ, সেক্ষেত্রে আমিষছাড়া গতি নাই।

এখন ভ্যারিসেলার প্রতিষেধক টীকা পাওয়া যায়, তবে বিশেষ ক্ষেত্র ও চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া তা ব্যবহার করা উচিৎ নয়।

এখন পাতকুয়াতে কচ্ছপ, ভাবা যায়?

পঙ্কজ পাঠক

বিবেকানন্দের জীবনের খুঁটিনাটি, তাঁর বাড়ি, পূর্বপুরুষ—এইসব সম্পর্কে নানা তথ্য জানতে জানতে এক জায়গায় চোখ আটকে গেল। গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রিট, স্বামীজির জন্মভিটের পাতকুয়াতে কচ্ছপ ছিল। তখন নাকি কলকাতার অনেক বাড়ির পাতকুয়াতে কচ্ছপ ছাড়া হত জল পরিষ্কার রাখার জন্য। এখন অবশ্য কচ্ছপ শেষ হতে হতে এমন পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যে তাদের আর ঘাটে মাঠে দেখা যায় না। কিন্তু এই কচ্ছপের প্রসঙ্গ নিয়ে ভাবনার উদ্রেক করে জীবজগতের বা প্রাণীজগতের নানা উপাদান বাঁচানোর তাগিদে কাজে লাগিয়ে মানুষ আগে কেমন বাঁচতো। সেই বাঁচার পদ্ধতি আবিষ্কার করতে গিয়ে মানুষকে অনেক পথ অতিক্রম করতে হয়েছে। কিন্তু হঠাৎ কয়েক দশকে আমরা বাঁচার অনেক জরুরি সাবেক পদ্ধতি থেকে বিচ্যুত হয়েছি। আধুনিক প্রযুক্তির আর উন্নয়নের যুগে প্রাচীন পন্থায় আমাদের আর বিশ্বাস নেই। এর ফলে প্রকৃতি আর আগের মতো নেই। নলকূপ দিয়ে মাটির গভীর থেকে জল তোলা হচ্ছে তাই পুকুরের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়েছে। পুকুরের বাস্তুতন্ত্রের সঙ্গে মানুষের দূরত্ব বেড়েছে। মানুষের আর পুকুর সংরক্ষণে মনোনিবেশ নেই। তাই মজে যাচ্ছে পুকুরগুলো কিংবা পুকুর বুজিয়ে বাড়ি বাস্তুজমি তৈরি হচ্ছে। নতুন পুকুর কাটানোর তাগিদও আর নেই। এর মূল্য মানুষকে ভবিষ্যতে দিতে হবে ভয়ানকভাবে।

পাল্টে যাচ্ছে অনেক কিছু, বিশেষ করে সরকারি উন্নয়নের গতি-প্রকৃতি। সারা ভারত জুড়ে সরকার নাকি গৃহপ্রকল্প রূপায়ণের তাগিদে একরকম বাড়ি তৈরি করবে গরিবদের জন্য। বিতর্ক হচ্ছে এই নিয়ে যে বিভিন্ন রাজ্যে মানুষ বাড়ি তৈরি করেছে নানারকমের, তাই বিভিন্ন প্রদেশে বাড়ির যে বৈচিত্র্য আমরা এতদিন ধরে দেখছি তা হয়তো আর থাকবে না। শুধু কি তাই? বাড়ি তৈরির কৌশল তো গড়ে উঠেছে স্থানীয় আবহাওয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার ব্যবস্থা করতে। যেখানে বৃষ্টিপাত বেশি আর যেখানে কম অথবা যেখানে পাহাড় শীতকাল বরফ পড়ে—সব জায়গার ঘরবাড়ি তৈরির প্রযুক্তি এক নয়। কেমন বাড়ি তৈরি করলে সুবিধা হবে তার জন্যও তো বহু বছর ধরে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হয়েছে। পুরোনোকে সরিয়ে আধুনিক হতে গেলে বিপদ কেমনভাবে বাড়ে তার একটা গল্প বলি। বেশ কিছুদিন আগে পরিচয় হয়েছিল এক ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে। মেঘালয়ে একটি সিমেন্ট তৈরির কারখানায় তিনি কর্মরত। বলেছিলেন পাহাড় ফাটিয়ে লাইম স্টোন সংগ্রহ করা হচ্ছে। ফলে অনেক যুগের সঞ্চিত ফসল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, বাতাস দূষিত হচ্ছে, সংলগ্ন এলাকার জীবজন্তু সংকটে পড়ছে। শুনলাম মেঘালয়ের স্থানীয় মানুষদের নাকি প্রজাপতির উপর খুব ভালবাসা আছে। প্রজাপতিরা দূষণের ফলে বিপদের মুখোমুখি। ওখানকার স্থানীয় মানুষ মাটিতে ডানা ভাঙা প্রজাপতি দেখলে নিজেরাই সযত্নে গাছের ডালে পাতায় রেখে দিচ্ছে করুন মুখে। ইঞ্জিনিয়ারের বয়স অল্প, কর্মোপলক্ষে সিমেন্ট কারখানার সঙ্গে যুক্ত হলেও তিনিও এই প্রকৃতি ধ্বংস মেনে নিতে পারছেন না।

তালগাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে—এই শুধু ছাপার অক্ষরেই থাকবে। বস্তুত তালগাছ এই রাজ্য থেকে নিঃশেষ হয়ে যেতে মনে হয় আর খুব বেশি দেরি নেই। গ্রাম-গ্রামান্তরে তালগাছ খুব কম দেখা যাচ্ছে। যাও বা কিছু আছে তা আবার নির্দিষ্ট কিছু অঞ্চলে। তালগাছ একটা উদাহরণ মাত্র, কত কিছুই তো হারিয়ে গেল! আমাদের দেশের ভেষজ ওষুধের চল যুগ যুগ ধরে। গৃহস্থের উঠোনে এককোলে বাসক, কালমেঘ দেখা যেত। সেসব এখন আর দেখা যায় না। আমরা এখন দামি মোড়কের ওষুধ সেবনে অভ্যস্ত।

খাদ্যের তালিকা পাল্টাচ্ছে, আমরা অভ্যস্ত হচ্ছি অন্য দেশের খাবারে। কোন খাদ্য আমরা নিয়মিত গ্রহণ করতে পারি আর না পারি তার সঙ্গে জিন-প্রোগামিঙের এক সম্পর্ক আছে। এবং খাদ্যকে জিন-প্রোগামিঙের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হতে সময় লাগে অনেক। নিত্য-নতুন খাদ্য গ্রহণে নানা রোগের প্রকোপ বাড়ছে। চিকিৎসকরা সাবধান করছেন, বলছেন খাদ্য তালিকা কেমন হওয়া উচিত।

বিজ্ঞান উন্নত হবেই, মঙ্গলে যান যাচ্ছে, আরও কত কি হবে। কিন্তু ঐতিহ্য বা পরম্পরার মধ্যে যে বিজ্ঞান আছে তা নিয়ে ভাবনার অবকাশ আছে। আমরা যে সবের সঙ্গে অভিযোজিত সেগুলি থেকে দূরে সরে যাওয়ার মধ্যে বিপদ আছে। মানুষ হয়তো বুঝছে, বুঝবেও। আসলে এত কৃত্রিম রসায়নিক উপাদানের সঙ্গে থেকে মানুষের বিবর্তন হয়নি। দেখেশুনে মনে হয় শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর।

শাসকদলের মদতে শিল্পজমিতে প্রমোটারের থাবা

কৃষি জমি ফেরতের দাবি কালনার পূর্ব সাতগাছিয়ায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৯ জানুয়ারি : শাসক দলের একাংশের মদতে শিল্পের জন্য সংরক্ষিত জমিতে পড়লো প্রমোটারদের থাবা। কর্মসংস্থান ও এলাকা উন্নয়নের লক্ষ্যে যারা স্বেচ্ছায় জমি দিয়েছিলেন, সেই বিক্ষুব্ধ কৃষকরা জমি ফেরতের দাবি তুললেন। কেননা শিল্পের বদলে প্লট করে সেই জমি বিক্রির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে কালনার পূর্ব সাতগাছিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বন্দেবাজ গ্রামে।

গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা স্বপন ব্যানার্জী বলেন, ওখানে কৃষকদের কাছে বিশ্বাস ভঙ্গ হয়েছে, তাই কৃষকদের জমি ফেরত দেওয়া হোক। তৃণমূলের ব্লক সভাপতি প্রণব রায় শিল্প-র জমি বিক্রি হওয়ার খবর মেনে নিলেও তাঁর দলের কেউ-এর পিছনে আছে মানতে চাননি। শ্রী ব্যানার্জী বলেন, কালনার ঐ উদ্যোগপতির বর্তমান আর্থিক অবস্থা সঙ্গীন। তাই বেশ কিছু দিন ধরেই জমিটি বিক্রি করার চেষ্টা চালাচ্ছেন। একবার স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধানের মধ্যস্থতায় সিদ্ধান্ত হয়েছিল এলাকার প্রাথমিক স্কুলকে দুই বিঘা জমি দান করার পর উদ্যোগপতি খুশিমত জায়গা বিক্রি করবেন। কিন্তু সেই সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়নি। তারপর আবার জমি বিক্রির উদ্যোগ শুরু হয়েছে। প্লট করে জায়গা বিক্রি করার লক্ষ্যেই ঝোঁপ-জঙ্গল পরিস্কারের কাজ চলছিল। খবর পেয়ে স্থানীয় প্রধান তা বন্ধ করে দিয়েছেন। ইতিমধ্যে জমিদান করা কৃষকরাও একটি অভিযোগপত্র প্রধানকে দিয়েছেন। প্রধান জমির বর্তমান মালিককে ডেকে আলোচনা করে মীমাংসার চেষ্টা করবেন। আমাদের স্ট্যান্ড শিল্পর জমিতে শিল্পই হবে। উনি যদি শিল্প বাঁচাতে অক্ষম হন, তাহলে ঐ জমি কোনো শিল্পপতিকেই হস্তান্তরিত করা হোক, যাতে শিল্প হয়।

ঐতিহাসিক পদযাত্রা

—প্রথম পাতার পর

হত্যাকারী নাথুরাম গডসেকে শহিদের মর্যাদা দিতে চাইছে। আমরা আমাদের অধিকারের জন্য লড়াই করি, আন্দোলন করি, সংগ্রাম করি। তাই আমরাই থাকবো, লাল ঝাণ্ডা থাকবে, মমতা ব্যানার্জী-নরেন্দ্র মোদীরা থাকবেন না। বর্ধমান-দুর্গাপুর তাদের আন্দোলন সংগ্রামের অতীত ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

বর্ণাঢ্য পদযাত্রার সূচনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সি আই টি ইউ বর্ধমান জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক অজিত মুখার্জী, কৃষক আন্দোলনের নেতা অমল হালদার, কৃষকসভার জেলা সভাপতি অচিন্ত্য মল্লিক, জেলা সম্পাদক আব্দার রেজ্জাক মণ্ডল, শ্রমিক নেতা বংশগোপাল চৌধুরী, বিবেক হোম চৌধুরী, বিধায়ক গৌরাঙ্গ চ্যাটার্জী, এ. আই. টি. ইউ. সি-র পক্ষে রবি ঠাকুর, এ. আই. সি . এল. এফ-এর নেতা সোমনাথ চ্যাটার্জী, প্রাক্তন মেয়র রথীন রায় প্রমুখ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সি আই টি ইউ-র জেলা সভাপতি বিনয় চক্রবর্তী। সহযোগিতায় এগিয়ে এসেছেন প্রায় সবকটি বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন—এ. আই. টি. ইউ. সি, ইউ. টি. ইউ. সি, টি ইউ. সি. সি, ১২ জুলাই কমিটি, বি. ই. এফ. আই, এ. আই. সি এল. এফ, বি. এস. এন. এল. কো-অর্ডিনেশন কমিটি, এ. আই. ইউ. টি ইউ প্রমুখ। এছাড়াও বিভিন্ন বামপন্থী গণসংগঠনগুলিও সহযাত্রী হিসেবে এই পথপরিক্রমা করবে। ১৫০ জন মূল পদযাত্রীর সঙ্গে থাকবেন ৫০০০-এরও বেশি সহযাত্রী। সি টি সেন্টার, অন্ডাল, রানিগঞ্জ, নিঘা, আসানসোল হয়ে ৪ ফেব্রুয়ারি পদযাত্রা মিলিত হবে বার্ণপুরের বহু সমাবেশ সংগ্রামের ঐতিহ্যবাহী বারি ময়দানে। দুপুর আড়াইটেতে অনুষ্ঠিত সমাবেশে প্রধান বক্তা সি আই টি ইউ সর্বভারতীয় সভাপতি এ. কে পদ্মনাভন। এছাড়াও বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখবেন। এদিনই আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হবে বিশিষ্ট ট্রেড ইউনিয়ন নেতা বামাপদ মুখার্জী প্রণীত 'আসানসোলে কমিউনিস্ট আন্দোলনের কিছু কথা' শীর্ষক গ্রন্থটি।

শেষ হল জোনাল পর্যায়ের সম্মেলন

—প্রথম পাতার পর

দেওয়া হয়। বক্তব্য রাখেন দলের রাজ্য কমিটির সদস্যা অঞ্জু কর ও জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সুকান্ত কোঙার। ১৫৮ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। ১৭ জন ও ৩ জন বিশেষ আমন্ত্রিতকে নিয়ে জোনাল কমিটি ও তাপস চট্টোপাধ্যায় সম্পাদক নির্বাচিত হন।

২৭ জানুয়ারি গুসকরা জোনাল কমিটির সম্মেলন কৃষ্ণদাস মণ্ডল নগর ও বাটুল মিদ্দা মঞ্চে (ভেদিয়ায়) অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন উদ্বোধন করেন দলের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য উদয় সরকার। অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন রাজ্য কমিটির সদস্য অচিন্ত্য মল্লিক। উপস্থিত ছিলেন আব্দার রেজ্জাক মণ্ডল, বীরেশ মণ্ডল, গৌরহরি দত্ত প্রমুখ। সম্মেলনে ১৮১ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। ১৭ জনের জোনাল কমিটি ও সুরেন হেমব্রম সম্পাদক নির্বাচিত হন।

২৯ জানুয়ারি বর্ধমান শহরে জোনাল কমিটির সম্মেলন সমর বাওরা নগর, শহিদ প্রদীপ তা-কমল গায়েন মঞ্চে (বর্ধমান টাউন হল) অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন দলের রাজ্য কমিটির সদস্য অচিন্ত্য মল্লিক। সম্মেলনে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন দলের পলিট ব্যুরোর সদস্য নিরুপম সেন ও জেলা সম্পাদক অমল হালদার। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মদন ঘোষ ও জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য আইনুল হক। সম্মেলনে ২৩৫ জন প্রতিনিধি ও দর্শক উপস্থিত ছিলেন। ১৭ জনের জোনাল কমিটি ও তাপস সরকার সম্পাদক নির্বাচিত হন।

ছাত্র-যুব উৎসব

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৭ জানুয়ারি : ডি ওয়াই এফ আই পূর্বস্থলী ১ লোকাল কমিটির উদ্যোগে সুলন্টু পেপার মিল সংলগ্ন মাঠে সারা দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত হয় ছাত্র-যুব উৎসব। ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, শিশু কিশোরদের বসে আঁকো প্রতিযোগিতার মধ্যে উৎসব মুখর ছিল সারা দিন। ৪৫০ জন প্রতিযোগী অংশ নেয়। উৎসবের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন সংগঠনের জোনাল সম্পাদক বিন কাশেম সেখ। উপস্থিত ছিলেন প্রবীণ জননেতা মনোরঞ্জন নাথ, শ্যামল চৌধুরী প্রমুখ।

রক্তদান শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ২৭ জানুয়ারি : দেশের ঐক্য, সংহতি ও ধর্ম নিরপেক্ষতার ঐতিহ্যকে রক্ষা করতে ৫০জন যুবক স্বেচ্ছায় রক্তদান করলেন। ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন পূর্বস্থলী ২ লোকাল কমিটি এই শিবিরের আয়োজন করেছিল। পারুলিয়া বাজারে এই শিবিরের উদ্বোধন করেন স্থানীয় স্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রদীপ সাহা। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক সুব্রত ভাওয়াল, ছাত্রনেতা দীপঙ্কর দে, সংগঠনের জোনাল সম্পাদক বিন কাশেম সেখ প্রমুখ। কালনা মহকুমা ব্লাড ব্যাঙ্ক রক্ত সংগ্রহ করে।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১। ১৯৯১ সালের ২৭ জানুয়ারি, কলকাতায় এস. এস. কে. এম হাসপাতালে, ২। ডা. নীহার কুমার মুন্সী, জন্ম ১৯০৩ সালের ২৮ জানুয়ারি, মৃত্যু ৮-২-১৯৮৯; ৩। ৯৪ বছর বয়সে, ২০১৪ সালের ২৮ জানুয়ারি; ৪। বাংলার গভর্নর কার মাইকেল, ১৯১৪ সালের ২৯ জানুয়ারি, লাটভবনে, ৫। ১৯৩৯ সালের ২৯ জানুয়ারি, পট্টভি সীতারামাইয়াকে; ৬। ১৯৩৩ সালের ৩০ জানুয়ারি; ৭। উত্তর আমেরিকা, ১৮২১ সালের ৩০ জানুয়ারি, টারকয়েস ব্রাউন মটমট (পাখি); ৮। নাউরু, ওশিয়ানিয়া মহাদেশে, প্লেজান্ট আইল্যান্ড, ১৯৬৮ সালের ৩১ জানুয়ারি; ৯। জানুয়ারি মাসের তৃতীয় রবিবার; ১০। ১৯৬০ সালের ১ ফেব্রুয়ারি; ১১। ১৯২৯ সালের ২ ফেব্রুয়ারি মাতুলালয় সিউড়িতে; মৃত্যু ২০০৬ সালের ৮ এপ্রিল, রবিবার; ১২। ইউরোপ মহাদেশে, ১৮৬১ সালের ২ ফেব্রুয়ারি, ৪টি।

সাংবাদিকদের দাবি নিয়ে বি.ডি.জে.এ-র ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৭ জানুয়ারি : বর্ধমান ডিস্ট্রিক্ট জার্নালিস্ট এ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে ২৭ জানুয়ারি ক্ষুদ্র সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের ১০ দফা দাবি নিয়ে জেলা শাসককে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। দাবিগুলির মধ্যে আছে সরকারি বিজ্ঞাপন বন্টনে নিয়মানুবর্তিতা, সরকারি, আধা-সরকারি এবং স্বশাসিত সংস্থার বিজ্ঞাপন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মাধ্যমে বন্টন, জেলা প্রেস কর্ণারের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কেয়ার টেকার নিয়োগ, সম্পাদক, প্রশাসক ও সাংবাদিকদের প্রেস অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড সহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা সুনিশ্চিত, ফ্রি-ল্যান্স সাংবাদিকদের প্রেস অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড মঞ্জুর ও জেলার সীমাবদ্ধতা বিলোপ, সাংবাদিকদের নিরাপত্তা ও প্রবীণ সাংবাদিকদের জন্য পেনশন প্রভৃতি। ডেপুটেশনে অংশ নেন সভাপতি সুভাষ সাঁই, সম্পাদক কৌশিক চক্রবর্তী সহ অন্যান্য সদস্যরা।

তৃণমূলি হামলায় আহত সি আই টি ইউ নেতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর, ২৯ জানুয়ারি : আজ দুপুরে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার মধ্যে তৃণমূলি দুষ্কৃতীদের হামলায় গুরুতর আহত হলেন হিন্দুস্থান স্টিল এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন(সি আই টি ইউ)-এর নেতা দীপ কুমার চ্যাটার্জী। আজ দুপুরে বি-শিফটে কর্মরত অবস্থায় সুজয় নাথের নেতৃত্বে আশীষ চাঁই সহ বেশ কয়েকজন তৃণমূলি দুষ্কৃতী রড, লাঠি নিয়ে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ ঘটনাস্থলে ছুটে যান। গুরুতর আহত দীপ কুমার চাটার্জীকে প্রথমে প্ল্যান্ট-মেডিক্যাল ও পরে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার মেইন হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হয়। খবর পেয়ে শ্রমিকরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন ও হিন্দুস্থান স্টিল এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন (সি আই টি ইউ)-এর পক্ষ থেকে অবিলম্বে দোষীদের শাস্তি দাবি করা হয়।

বিজ্ঞান মেলা শুরু হলো বর্ধমানে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৮ জানুয়ারি : বর্ধমান বিজ্ঞান কেন্দ্র এবং ন্যাশনাল কাউন্সিল অব সায়েন্স মিউজিয়ামের যৌথ উদ্যোগে শুরু হল বিজ্ঞান মেলা। উদ্বোধন করেন অধ্যাপক বৈদ্যনাথ বিশ্বাস। উপস্থিত ছিলেন বিধানচন্দ্র কৃষি কলেজের অধ্যাপক সঞ্জয় দত্ত রায়, ন্যাশনাল কাউন্সিল অব সায়েন্স মিউজিয়ামের পক্ষে অমিয় কালিদহ, বর্ধমান বিজ্ঞান কেন্দ্রের ডিরেক্টর নিরঞ্জন গুপ্ত প্রমুখ। শ্রীগুপ্ত জানিয়েছেন চল্লিশটি স্কুল থেকে বিজ্ঞান বিষয়ে ৫৩টি মডেল নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে। দুটি সায়েন্স ক্লাব থেকেও প্রতিযোগীরা এসেছে। ৭০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে বাছাই করে তাদের বিজ্ঞান বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই প্রশিক্ষণ চলবে ১৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।

নাম/পদবী পরিবর্তন

● আমি অভিজিৎ গাঙ্গুলী, পিতা দিব্যেন্দু গাঙ্গুলী, গ্রাম ও পোঃ - জামাড়, জেলা - বর্ধমান, এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ২৮ জানুয়ারি, ২০১৫ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার প্রকৃত নাম AVIJIT GANGULY, যা আমার স্কুল সার্টিফিকেটে আছে। আমার জন্মশংসাপত্রে ভুলবশত AOVIJIT GANGULY নথিভুক্ত হয়েছে। AVIJIT GANGULY এবং AOVIJIT GANGULY এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি শ্রী সাধন মাঝি, পিতা হারু মাঝি, গ্রাম - মালকিতা, থানা ও জেলা - বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ১৪ জানুয়ারি, ২০১৫ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার জেষ্ঠ সন্তানের প্রকৃত নাম সৌম্য মাঝি (SOUMYA MAJHI) কিন্তু জন্ম শংসাপত্রে ভুলবশত সৌমা মাঝি (SOUMA MAJHI) নথিভুক্ত হয়েছে। সৌম্য মাঝি (SOUMYA MAJHI) এবং সৌমা মাঝি (SOUMA MAJHI) এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

KASHMIR FASHION SHAWL

The Best & only one in Burdwan Town
The fashion of new style
(Regd. by Ministry of Textile Govt. of India)
Regn. no - JKSRK00116

Prop. - Majd Bhai Govt. Awarded Artisan is known to you more than 30 years in Burdwan town. This Concern is full of original Kashmiri Hand made Pasmina and Semi pasmina Shawl & other New attractive winter dresses for Gents & Ladies. It is requested to you Please check and use these for a time and certify me with your satisfaction.

Address : B.C. Road, Raniganj Bazar Choumatha more, near Bichitra Cinema, Burdwan

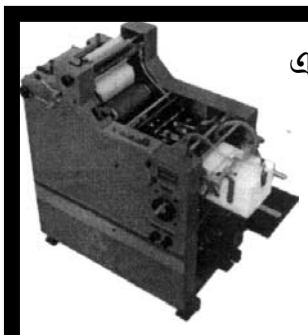

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫

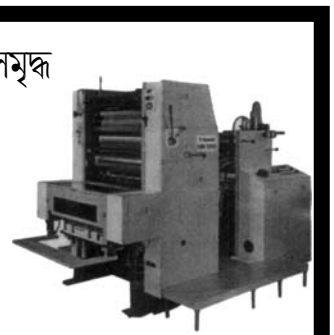

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত।
ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩, ফোন : ২৫৫১৪৫৮। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ১ টাকা